"হরে কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলিসন্তরণ উপনিষদ নকল

তাহলে এখন অনেক বৈষ্ণব রা বলতেই যে, "হরে কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলিসন্তরণ উপনিষদ নকল কি না তার কেমন করে বুঝলনে?

উত্তর: বেদশাস্ত্রে কোনো মন্ত্রের উপদেশ থাকলে সেই মন্ত্রের ঋষি কে, ছন্দ কি, দেবতা কে, শক্তি বীজ কি এগুলির উল্লেখ থাকে সর্বদা।

কলিসন্তরণ উপনিষদ নামের যে গ্রন্থে "হরে কৃষ্ণ" নামক শ্লোক রয়েছে , সেখানে এই "হরে রাম হরে কৃষ্ণ" শ্লোকের দেবতা কে ? ঋষি কে ? ছন্দ কি ? তা ঐ গ্রন্থএ উল্লেখে নেই। এর থেকে পরিষ্কার করেই নিশ্চিতি হওয়া যায় যে ঐ কলিসন্তরণ উপনিষদ নামের যে পুস্তকে "হরে কৃষ্ণ" - উল্লেখে আছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কোনো বৈষ্ণব পুরাণে এই "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" কে শব্দপ্রমাণ সহ সমর্থন কথা হয়নি ।এমনকি বৈষ্ণবপুরাণগুলির কোথাও উল্লেখে পর্যন্ত নেই "হরে কৃষ্ণ" -শ্লোকের, কলির মহামন্ত্র হওয়া তো দূরের কথা।

অথচ শিবমহাপুরাণ থেকে শুরু করে সমস্ত শাস্ত্রে যজুর্বেদের ১৬নং অধ্যায়ের ৪১নং মন্ত্র **"নমঃ শিবায়"** কে কলিযুগের মহামন্ত্র বলা হয়েছে।

মহা পাশুপত পরম্পরার গুরুপরম্পরাগত মান্যতা অনুসারেও নমঃ শিবায় মহামন্ত্রকে কলিযুগের একমাত্র মুক্তির পথ বলে মান্য করা হয়।

নমঃ শিবায় মহামন্ত্রের ঋষি ছন্দ দেবতা উল্লেখে রয়েছে শাস্ত্রে তথা প্রকৃত কলিসন্তরণ উপনিষদে।

এরই সাথে কৈবল্য উপনিষদেও বলা হয়েছে শতরুদ্রিয় পাঠ করলে পরমগতি লাভ হয়। আর এই শতরুদ্রিয় সূক্তের মধ্যেই নমঃ শিবায় মহামন্ত্র রয়েছে।

কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে এই সত্য বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাই আমরা এই কলিসন্তরণ উপনিষদ কে তুলে ধরা জন্য উদ্যোগ নেবো।

Published on: Aug, 04 2023 14:46